ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩......

NOV 12 2002

৫ দফা দাবি আদায়ের জন্য শিক্ষকরা আন্দোলনে

সাড়ে তিন হাজার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা অনিশ্চিত

বাসার আখন্দ, মাগুরা থেকে : দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক পরীক্ষা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেলেও মাগুরার ৩৫টি সহ সারাদেশের সাড়ে তিন হাজার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর এ বছরের বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ, দেশের কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ১৪ হাজার শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের আলাদা বেতন স্কেল, জাতীয় বেতন স্কেল, বিদ্যালয়ের কন্টিজেন্সি ফান্ড ৩০ টাকার পরিবর্তে সরকারি বিদ্যালয়ের অনুরূপ করণও উৎসব ভাতাসহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

জানা যায়, ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সারা দেশে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যাদলয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাত্র ৫০০ টাকা সম্মানী ভাতা পেয়ে আসছে। তারা এই ভাতার পরিবর্তে জাতীয় বেতন স্কেলসহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কাফনের কাপড় গায়ে জড়িয়ে আমরণ অনশন, সড়ক অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। গত বছর সংসদ নির্বাচনের আগে বর্তমান এলজিআরডি মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন পালনরত শিক্ষকদের দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ও একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের অনশন ভঙ্গ করান এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তাদের চাকরি জাতীয়করণ করাসহ সকল দাবিপূরণ করা হবে। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ১ বছর যারপয়ে গেলেও এর ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু আন্দোলনরত শিক্ষকদের মিছিলে পুলিশ হামলা চালিয়েছে।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দোষীদের বিচার, তাদের চাকরি জাতীয়করণসহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গত ১ অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন করে আসছে। এখন পর্যন্ত দাবি পূরণের কোনো সম্ভাবনা দেখা না দেওয়ায় দেশের প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক তাদের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। আগামী ডিসেম্বরের [illegible]

মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। শিক্ষকরা তাদের আন্দে[illegible] অব্যাহত রাখায় মাগুরার ৯ হাজারসহ সারা দেশের সাড়ে তিন হা[illegible] কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ লক্ষাধিক ছাত্রছা[illegible] ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ বছর তারা বার্ষিক পরীক্ষা দি[illegible] পারবে কিনা সে ব্যাপারে তাদের অভিভাবকেরা দারুণভাবে সন্দি[illegible] হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে মাগুরা সদর উপজেলার আবালপুর কমিউ[illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী জাহানারা খাতুনের [illegible] বললেন, আমরা গরীব মানুষ। ছেলেমেয়েকে স্কুলে পড়াবার স[illegible] আমাদের নেই। আগে আমার মেয়েকে স্কুলে পড়াতাম না। সর[illegible] কমিউনিটি স্কুল খোলার পর বেতন লাগে না বিধায় ওকে স্কুলে [illegible] করাই। কিন্তু মাষ্টাররা স্কুলে আসে না। ক্লাসও হয় না। পরীক্ষা [illegible] কিনা তাও জানিনে। তাহলে স্কুলে রেখে কি হবে? ওকে চা[illegible] দোকানে পানি দেওয়ার কাজ দিয়েছি।

এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষকরা তা[illegible] জন্য নির্ধারিত মাসিক ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ বয়কটও শুরু করেছে। [illegible] ব্যাপারে কথা হয় বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় শি[illegible] সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ প্রচার সম্পাদক, মাগুরা জেলা কমি[illegible] সাধারণ সম্পাদক রাকিব হাসানের সঙ্গে। তিনি জানান, বর্ত[illegible] বিএনপি সরকার আমাদের সঙ্গে কথার বরখেলাপ করেছে। [illegible] বলেন, আমাদেরকে নিয়োগ দিয়ে নাম মাত্র ৫০০ টাকা সম[illegible] ভাতার বিনিময়ে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান পরি[illegible] করিয়ে নিচ্ছে যা শ্রম আইনের পরিপন্থী। সরকারের এ বৈষম্যমূ[illegible] আচরণের প্রতিবাদেও দাবি আদায়ের লক্ষ্যেই আন্দোলন আ[illegible] অব্যাহত রেখেছি। এর ফলে একদিকে আন্দোলনরত ১৪ হা[illegible] শিক্ষককে যেমন মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে তে[illegible] সারাদেশের কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ [illegible] কোমলমতি শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। হুম[illegible] [illegible]